Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 137-143

চিলেকোঠার সেপাই - এর সমাজবাস্তবতা

অভিনব ঘোষ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মূলত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখেন।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও পূর্ববর্তী বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ সময়কাল ধরা দেয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসে। বাহান্ন সালের একুশের চেতনা যে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়েই আছে স্কুল-কলেজ পাস শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যাদের মধ্যে আছে জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ওসমান, সমাজতন্ত্রের আদর্শে আস্থাশীল পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট আনোয়ার; যাদের কাছে যতটা গুরুত্ব পায় তাত্ত্বিক আলোচনা ততটা গুরুত্ব পায়নি একেবারে গ্রাম থেকে উঠে আসা আলিবক্স কিংবা একেবারে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত চেংটুর বক্তব্য। ঠিক বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে অন্যরূপ নিয়ে ধরা দেয় সেই সময়। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ভিন্নতার কারণে অবশ্যই তা ভিন্ন রুপ নিয়ে- সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসনে জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাগুলিই, আগামী যখন দিনের পর দিন রাস্তায় বসে তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ মেতে আছে কিছু সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। জনপ্রিয় রাজনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট দেশের যুব সমাজ যেখানে আনোয়ারদের মতো দেশের মাথারা যখন কে প্রধান শত্রু আর কে মিত্র --এই আলোচনায় শশব্যস্ত তখন তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না কে কত দিন চাকরির জন্য রাস্তায় বসে আছে কাদের জন্য, কার ধানের গোলা কে পোড়াল, কার ছেলে খুন হল কাদের দ্বারা- এই বিষয়গুলি। ঠিক যেমন অতশত তাত্ত্বিক জটিলতা মাথায় ঢোকেনি মফস্বলের কলেজ থেকে পাস করা আলিবক্সের সে। সটান প্রশ্ন করেছিল তৎকালীন উচ্চ নেতৃত্ব আনোয়ারকে -

“আপনারা ঢাকাত বস্যা বড়ো বড়ো কথা কন আর পার্টি ভাঙেন। মতিন ভাই আমাগোরে আসলো, দল থাকা ভালো ভালো কয়েকটা কর্মী আলাদা হয়ে গেলো। এরকম করলে কাম হয়? জনগণতান্ত্রিক কন আর স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক কন, উপনিবেশ কন আর আধা উপনিবেশ কন, গাঁয়ের মদ্যেকার শয়তানগুলাক শ্যাষ না করবার পারলে কোন কাম হবো না।”[১]

এই সেই মেঠো বামপন্থী আলিবক্স। সে যেমন শহুরে তত্ত্ব-কেন্দ্রিক রাজনীতির অন্তঃসার ধ্বস্ত করে দিতে পারে ঠিক তেমনি আইয়ুবের দালাল খয়বার গাজী, আফসার গাজী, হোসেন ফকিরের

আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে পারে চেংটু, করমালি, বান্দু শেখ, নবেজউদ্দিন, কানা মনতাজের মতো ভূমিহীন, বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের। এহেন আলিবক্সের কথার থেকে মূল্যবান হয়েছে আনোয়ারের কথা। আলিবক্সদের কাছে আইয়ুব খানের পতনের সমার্থক খয়বার গাজী, আফসার গাজীর পতন। তাদের কাছে তত্ত্বের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদিনের বাঁচা যেটা বোঝে না আনোয়াররা। শহরের দিকে তাকালেও দেখতে পাই খিজিরকে -- যে জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক হলেও তার প্রকৃত পরিচয় সে সর্বহারা শ্রেণির প্রতিনিধি -- যার কাছেও আইয়ুব খানের পতন আর শহুরে মহাজন রহমতুল্লার পতন একই। এই খিজিরও কেবল লড়াই করে দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য, তাই সে যখন ইদের টাকা থেকে টাকা সরায় তখন তার কাছে বেঁচে থাকার লড়াইটাই বেশি প্রাধান্য পায় আদর্শের থেকে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও কতকটা তাই। একদিকে রাস্তায় চাকরির জন্য লড়াই করা মেঠো শিক্ষিত আলিবক্স ক্লান্ত-- কখনো তারা আনোয়ারদের বিদ্রুপের স্বীকার উচ্চারণের গ্রাম্যতায়, আবার অন্যদিকে বর্তমান শাসকের বিভাজনের কৌশলে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হচ্ছে আলিবক্সদের সাথে চেংটু, করমালি কিংবা খিজিরদের। পাঁচশো কিংবা হাজার টাকায় পাওয়ার পর বর্তমানের চেংটু, করমালি, কানা মনতাজ, বান্দু শেখ করমালি, কিংবা খিজিররাা ভাবছে দিনের শেষে দু'টাকাই বা কে দেয়! খয়বার, আফসার, বা রহমতুল্লাদের তো পোয়াবারো! আর উভয় সংকটে পড়েছে শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত আলিবক্সরা। তারা না পারছে আনোয়ার-ওসমানদের সাথে নিজেদের মেলাতে, না পারছে নিজেদের দাবি আদায় করতে-- বর্তমান সরকারের কৌশলে তারা চেংটু, করমালি, খিজিরদেরও সংগঠিত করতে পারছে না। আলিবক্সের সংকট যেন চিরকালীন -কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত।

দুই.

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের যে শরীর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণ করেছেন তা আজও বহন করছে বর্তমানের আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা পুঁজিবাদী পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ব্যবস্থাকে। গ্রামীণ ও নাগরিক পরিসরকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যেভাবে সম্পর্ক সূত্রে বেঁধেছেন তার মধ্যে প্রতিফলিত এই সমাজ।আজকেও দেখা যাচ্ছে একদিকে টাকার গদিতে বসে থাকা রহমতুল্লার দ্বারা ক্রমশ শোষিত হচ্ছে জুম্মনের মা, আর অন্যদিকে খয়বার আফসারদের মতো গ্রামীণ মহাজনদের হাতে নিষ্পেষিত হচ্ছে আলিবক্স থেকে চেংটুরা। মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণিকে ইলিয়াস দেখান তাও বিরাজমান শহরের নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। আপাতদৃষ্টিতে সেখানে কেবল আনোয়ারদেরই আমরা খুঁজে পাই কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখতে পাবো সেখানে কত ওসমান বিরাজমান! আর মৌলিক গণতন্ত্রী রহমতুল্লারা তো আছেই। যারা সুযোগ বুঝে দল বদলাতে পিছপা হয়না। তাই তাদের যেমন নিজেদের স্বার্থে অবস্থান পরিবর্তন করতে সময় লাগে

না ঠিক তেমনি অবস্থাই রয়েছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে! নাগরিক পরিসরে লড়াইয়েরের ময়দানে আমরা পাই খিজিরকে। সে হাড্ডি খিজির। সে প্রকৃতই সর্বহারা-- যার নিজের স্ত্রীও নিজের নয়। ঠিক এরকমই গ্রামীণ পরিসরে দেখতে পাই চেংটু,

নাগরিক পরিসর			গ্রামীণ পরিসর		
মালিক শ্রেণি	মধ্যবিত্ত	সর্বহারা	জোতদার	মধ্যবিত্ত	সর্বহারা
রহমতুল্লা	ওসমান	খিজির	খয়বার গাজী	জালাল মাস্টার	আলিবক্স
	আনোয়ার	জুম্মনের মা	আফসার গাজী	রহিমা	চেংটু
	ইফতিকার		হোসেন আলি		করমালি
	সিকান্দার				বান্দু শেখ
	আলাউদ্দিন				কানা মনতাজ

করমালি, কানা মনতাজ, বান্দু শেখদের যারা রাস্তায় নামতে একবারও পিছপা হয়না, জীবন তুচ্ছ করে যারা জোতদারের গোলাও পোড়াতে পারে, আবার প্রাণও দিতে পারে। তাদেরকে মুক্তির জন্য স্ক্রিজোফ্রেনিক ওসমান হয়ে মধ্যবিত্ততার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয় না কিংবা আনোয়ারের মতো এই বন্ধন মুক্ত না করতে পেরে চিলেকোঠায় বন্দী থাকতে হয় না। এদের বড়ই অভাব বর্তমানে! এভাবে আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা পুঁজিবাদী সমাজের ত্রিস্তরীয় গঠনকে দেখিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

তিন.

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' বিচ্ছিন্নতা উত্তরণে পরিবৃত্তিকালীন সময়ের সমাজ বাস্তবতার আখ্যান। যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে। উপন্যাস রূপে প্রকাশের পূর্বে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথমে 'সংবাদ' এবং পরে 'রোববার' পত্রিকায় ধারাবাহিক কিস্তিতে ছাপা হয়। 'সংবাদ'-এ প্রকাশকালে নাম ছিল 'চিলেকোঠায়'। পরবর্তীতে পরিবর্তন 'সেপাই' শব্দযোগে। সময়, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 'সেপাই' আত্মবন্দীত্বে নির্বাচন করে 'চিলেকোঠা'।[২] 'সেপাই' শব্দের প্রসঙ্গে আসে 'তালপাতার সেপাই'-এর কথা, যা দুর্বলতার, ভীরুতার প্রতীক। সহজ কথায় বললে 'তালপাতার সেপাই' -যাকে ঠেললে বা একটু ফু দিলেই উল্টে পড়ে। এখানে 'চিলেকোঠার সেপাই'ও যেন তাই। 'চিলেকোঠার সেপাই' শব্দটাকে বিশ্লেষণ করলে দুটো শব্দ আমরা পাই - ১। 'চিলেকোঠা' ২। 'সেপাই'; চিলেকোঠা হল বাড়ির একেবারে ছাদের সিঁড়ি সংলগ্ন ছোট্ট এক চিলতে ঘর, যার থেকে বাড়ির অন্যান্য অংশ একেবারে বিছিন্ন। স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতা যুক্ত আর অন্যদিকে 'সেপাই' শব্দের মধ্যে ক্ষমতার আস্ফালন, শক্তিমত্তার দম্ভ, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সামর্থ্য

প্রকাশিত হয়। ‘সেপাই’ থাকে মূলত রাজপথে, প্রশাসনিক ভবনের সামনে কিন্তু এই উপন্যাসে যে ‘সেপাই’- এর কথা বলা হচ্ছে, সে প্রশাসন চত্বরে ,রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডের আঙিনায় এমনকি লড়াইয়ের ময়দানেও নেই। সে আছে একক, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ পরিসর ‘চিলেকোঠা’য়। ‘চিলেকোঠা’ ও ‘সেপাই’- শব্দদুটিকে পাশাপাশি রাখলে একধরণের ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের বোধ জেগে ওঠে। ওসমান, আনোয়ার, উচ্চশিক্ষিত,দেশের ভবিষ্যৎ এক অর্থে দেশের সেপাই কিন্তু যারা নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে --কোন পথে দেশের মুক্তি সেই আলোচনায় ব্যস্ত তারা, কিন্তু তাদের পাওয়া যায় না মিছিলের সামনের সারিতে বা মিছিলের কোথাও! আনোয়ার পার্টি ভাগকে আটকাতে পারেনি, সুরক্ষা দিতে পারেনি আলিবক্সদের। কৃষক নেতা আলিবক্স যখন ঘোষণা করে গ্রামের অত্যাচারী জোতদার খয়বার গাজীর মৃত্যুদণ্ডের কথা যা জনতার রায় বলে স্বীকৃত হয় আর সেই সময় গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি জালাল মাস্টার মানবিকতার বুলি আওড়ে খয়বার গাজীর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে জুম্মার নমাজ পড়ার প্রসঙ্গ তুলে ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিলেও তা উপেক্ষা করে গ্রামীণ সর্বহারা চেংটু, করমালি, বান্দু শেখ, নবেজদ্দিনরা, খয়বারের ঘরবাড়ি পোড়ায়। যখন চেংটুদের সম্মিলিত প্রতিরোধে খয়বারের বিনাশ অনিবার্য ঠিক সেই সময় উচ্চ শিক্ষিত শহুরে বামপন্থী ‘সেপাই’ আনোয়ারের মধ্যে জেগে ওঠে মধ্যবিত্ত দ্বিধা। যে দ্বিধায় ভর করে “শ্রেণি রাজনীতিতে বিশ্বাসী আনোয়ার বুর্জোয়া মানবতাবাদের মায়াচ্ছন্নতায় ইচ্ছানিরপেক্ষ রুপে দাঁড়িয়ে যায় শোষক খয়বার গাজীর পাশে।”[৩] আনোয়ারের বাপ-দাদা ছিল জোতদার, তাদের পারিবারিক সূত্রে যোগাযোগ রয়ে ছিলছে খয়বার গাজীর সাথে-- এই আত্মীয়তাই কি দুর্বল করে দিল আনোয়ারকে! নমাজ পড়া কি নয় কেবল একটি অজুহাত? না হলে সে কেন ভাববে -

“প্রকৃতপক্ষে দণ্ডিতের একটি বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, একটি ইচ্ছাকে স্বীকৃতি সে গণ-আদালতের মর্যাদাময় চরিত্র গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল। খয়বার গাজীকে জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে এনে তাকে মেরে ফেলার জন্য এতো মানুষের অনুমোদনের দরকার ছিল না। তার সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে তাকে একটা পাগলা কুত্তায় পরিণত করে মারলে তার সঙ্গে সাধারণ হত্যার পার্থক্য কি? খয়বারকে শাস্তি দেওয়া দরকার। কাল আনোয়ার নিজে তাকে মারবে, দা দিয়ে হোক কুড়াল দিয়ে হোক- খয়বার গাজীর ঘাড়ে প্রথম ও চূড়ান্ত কোপটা দেবে আনোয়ার নিজে”[৪]

এই হলো সেই ‘সেপাই’ আনোয়ার, যে উপন্যাসের শেষে মশারির চার দেওয়ালের মধ্যে চিলেকোঠায় বন্দী, আর সে গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি। আর অন্যদিকে বলবো ওসমানের কথা। উচ্চশিক্ষিত, জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী- যে আরেক সেপাই সেও তালপাতার মতো, তাকেও ফুঁ দিলেই সে উড়ে যাবে। বামপন্থী আনোয়ারের জাতীয়তাবাদী সংস্করণ ওসমান। এরা আমজাদিয়ায় তর্কে তুফান তুললেও মিছিলে যায় না কিন্তু তাকে, পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট আনোয়ারকে এককথায় তাদের মধ্যে থাকা মধ্যবিত্ত দ্বিধাকে চ্যালেঞ্জ করে স্কিজোফ্রেনিক ওসমান।

খিজিরের মৃত্যুতে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ওসমান বিযুক্তি ও সংযুক্তির টানাপোড়েনে, বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বে দিশেহারা হয় সে। সংক্ষুব্ধ পরিপার্শ্বের পীড়নে আন্তর্মানবিক জগত ভারসাম্য হারায়। বিষঙ্গিত-সত্তা ওসমান বিচ্ছিন্নতা আত্মকেন্দ্রিকতায় অমূল প্রত্যক্ষ ও স্বসৃষ্ট ভাষার অর্থহীন বিন্যাসে নিজেকে প্রকাশ করে।[৫] বহুকেন্দ্রিক চৈতন্যের শাঁসে চিত্তভ্রংশী বাতুল ওসমান[৬] সমগ্র আকাশময় লাসের মিছিল দেখেঃ

“মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অপরদিকে তাকালে চোখে পড়ে উড়ন্ত ইলেকট্রিক তার থেকে ঝোলে বুকে-বুলেট-বেঁধা লাশ। দেখতে দেখতে মৃতদেহের ২ হাত থেকে? ঝোলে আরও ২টো বুলেট- বিদ্ধ লাশ। ২ জনের ৪ হাত থেকে আরও ৪ জনের লাশ। মিছিলের ভিতর দিয়ে সেই লাশের উল্লম্ব সারি চলে, মানুষের সাথে যে কোনো মুহূর্তে ঠোকাঠুকি লাগতে পারে। সবাইকে সাবধান করা দরকার। কিন্তু কামাল কোথায়? শাহাদাত কোথায়? খিজির কোথায়?”[৭]

যে ওসমান একদিন মিছিল থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল , সেই ওসমানই কারফু, মিছিলে নিজেকে খোঁজে এবং নিজের অনুপস্থিতি জানান দেয়:

"আকাশে কারফ্যু ভাঙে সবাই মিলে আমার শ্রীমুখ কৈ এই মিছিলে?-কার লেখা? কার? কিছুতেই মনে করতে না পারলে রাগ করে ওসমান ফের ঘরে ঢুকে বসেথাকে।”[৮]

এভাবেই ওসমান চিলেকোঠার বন্দীত্ব ভাঙে কিন্তু আনোয়ার চিলেকোঠাতেই বন্দী থেকে যায়।

চার.

বদলে যায় সময় ,ক্ষমতার হস্তান্তর হয় কিন্তু বদলায় না ওরা। ওরা কারা -- ওরা হল খিজির, চেংটু, করমালি, নবেজদ্দিনরা। সেদিনের মৌলিক গণতন্ত্রী আইয়ুবের দালাল খয়বার গাজী, আফসার গাজী ভোল বদলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রমরমার দিনে আলাউদ্দিনের আওয়ামি লিগে নাম লিখিয়ে তাদের মৌলিক গণতন্ত্রী পরিচয়টুকু মুছে ফেলতে চায়। কেবল গ্রামেই নয় শহরের ছবিও যে কিছু আলাদা নয় তা ইলিয়াস দেখান ‘তমঘায়ে খিদামত’ খেতাব প্রাপ্ত আইয়ুব শাসনের স্তম্ভ মৌলিক গণতন্ত্রী লতিফ সর্দারের মাধ্যমে। এদের রং বদলে নিরাপদ হয় জাতীয়তার ধব্জা।আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথন হয়ে ওঠে প্রতিবেদন।[১০] যার মধ্যে রাজনীতির সৌন্দর্য দেখেছেন বদরুদ্দীন ওমর-

“একটি বিষয় উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে আনা হয়েছে। বিষয়টি হলো, আওয়ামী লীগের পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিভাবে জাতীয় ঐক্যের নামে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের উচ্ছেদের জন্য শ্রেণী পার্থক্য ভুলে গিয়ে সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনের কথা বলে, গ্রামের দুর্বৃত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অটুট রাখার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিল।”[৯]

পাচ.

উপন্যাস যে কতটা মাটির কাছাকাছি তা প্রমাণ করে এই উপন্যাসের ভাষা। একেবারে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে উপন্যাসের চরিত্রের মুখে তুলে এনেছেন ইলিয়াস যেখানে বাদ যায়নি খিস্তি-খেউড়ও। যাকে সাবলীলভাবে ইলিয়াস তুলে ধরেছেন। মানুষের ক্ষোভ-রাগকে কীভাবে জীবন্ত করে তোলা যায় তা দেখা যায় আমজাদিয়ায় পিচ্চিদের আক্রমণ প্রসঙ্গে-

"...সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান ওঠে, 'আইয়ুবের দালালি, আইয়ুবের দালালি- 'চলবে না চলবে না।' ভাঙো হালা চুতমারানির ছবি ভাইঙা ফালাও। কুত্তার বাচ্চারে লাথি মাইরা ভাঙ!" [১০]

এই উপন্যাসের ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উপমা - চিত্রকল্পের ব্যবহার ।যার মাধ্যমে ইলিয়াসের গদ্যের কাব্যিকতা লক্ষণীয়। ব্যর্থ, শুষ্ক যান্ত্রিক জীবন নয়, বাস্তব জীবনের অন্তর্লীন কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে জুম্মনের প্রতি খিজিরের ভালোবাসার মধ্যে যে জুম্মনের চুম্বনের মধ্যে দিয়ে খিজির নিজেকে আবিষ্কার করে। সে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী চেন ও প্লায়ার জুম্মনকে দিয়ে যায়। আক্ষরিক অর্থে যে প্রলেতারিয়েত, যার বউ ও সন্তান কেউ তার নয়, সব রহমতুল্লার - যার একমাত্র সম্বল চেন ও প্লায়ার। সে জুম্মনকে দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামের ঐতিহ্য যেন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দিয়ে যায়- এমন নিখুত পরিকল্পনার মাধ্যমে সময় ও চরিত্র ইলিয়াসের হাতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

যতদিন আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকবে ততদিনই প্রাসঙ্গিক থাকবে এই 'চিলেকোঠার সেপাই'।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, চিলেকোঠার সেপাই, প্রতিভাস, বইমেলা,জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ১৯৩

২। পাল, সুশান্ত ,উজান যাত্রার কথক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পুনশ্চ , মে, ২০১৮, পৃষ্ঠাঃ ৩৩

৩। পাল, সুশান্ত, উজান যাত্রার কথক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পুনশ্চ, মে, ২০১৮, পৃষ্ঠাঃ ৫০

৪। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, চিলেকোঠার সেপাই, প্রতিভাস, বইমেলা,জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২৫২

৫। পাল, সুশান্ত, উজান যাত্রার কথক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পুনশ্চ, মে, ২০১৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৫

৬। পাল, সুশান্ত, উজান যাত্রার কথক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পুনশ্চ, মে, ২০১৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৫

৭। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, চিলেকোঠার সেপাই, প্রতিভাস, বইমেলা, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ২২৬

৮। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, চিলেকোঠার সেপাই, প্রতিভাস, বইমেলা,জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ২৩২

৯। উমর, বদরুদ্দীন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘চিলেকোঠার সেপাই’- এ গ্রামীণ জীবন ও রাজনীতি, তৃণমূল (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা), ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠাঃ ২০

১০। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, চিলেকোঠার সেপাই, প্রতিভাস, বইমেলা,জানুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৩